দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লাগাতার ধর্মঘটে এ পর্যন্ত ১২১ পরীক্ষা স্থগিত ॥ ঢাবি আবার সেশনজটে

মাসুম-অর-রশীদ ॥ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকসহ বিভিন্ন মহলে আওয়ামী শাসন আমলের পাঁচ বছর ও বিএনপি শাসন আমলের পাঁচ বছরের তুলনামূলক আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশের প্রধান দু'টি দলের দশ বছরের শাসনকালে ক্যাম্পাসের কিছু বিষয় অপরিবর্তিত

(১১-পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

লাগাতার ধর্মঘটে

(১২-এর পাতার পর)

থাকলেও আওয়ামী লীগ আমলে ক্যাম্পাস সেশনজট মুক্ত হয়েছে সেটিই আলোচনায় প্রধান্য পাচ্ছে। ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের মুখে কর্তৃপক্ষ আজ শনিবার ও আগামীকাল রবিবার সকল পরীক্ষা স্থগিত করেছে। এই দিনে মোট ৪১টি পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। এর আগে কর্তৃপক্ষ আরও পাঁচদিনের পরীক্ষা স্থগিত করেছিল যাতে ৮০ টি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। সাতদিনে মোট ১২১টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলো নিতে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে ১০ মাসের সেশনজটে পড়বে। এই সেশনজটের ভোগান্তির শিকার হবে ১০ হাজার ৫শ' ৫১ ছাত্রছাত্রী।

গত ২৯ জুলাই থেকে ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ২৯ জুলাই সকালে দ্বিতীয় বর্ষের বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে ছ'টি বিভাগের। বিভাগসমূহ হচ্ছে বাংলা, ভাষাতত্ত্ব, উর্দু, ফার্সী, দর্শন, অর্থনীতি। একইদিন বিকালে ৯টি বিভাগের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বিভাগসমূহ হচ্ছে পরিসংখ্যান, প্রাণ রসায়ন, অনুজীব বিজ্ঞান, ভূগোল, নিউট্রেশন, ফলিত রসায়ন,ফলিত গনিত, বিশুদ্ধ গণিত, ভূতত্ত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে সংগৃহীত রুটির থেকে পরীক্ষা স্থগিতের এই তথ্য পাওয়া গেছে। এভাবে গত পাঁচদিন এবং আজও আগামীকাল মোট সাতদিনে মোট এক শ' ২১টি পরীক্ষা স্থগিত করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের পাহাড় তৈরি হয়েছিল সামরিক শাসন আমলে। এরপর বিএনপি আমলে ছাত্রদলের ক্যাডার গ্রুপগুলোর মধ্যে ক'দিন পর পর রক্তক্ষয়ী ও প্রাণহানিকর সংঘর্ষের কারণে বেশ কয়েকবার ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়েছিল ।এত সেশনজট বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। আওয়ামী লীগ শাসন আমলে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ উপাচার্য শক্ত হাতে দমন করেন। ক্যাম্পাসে দু'বছরের সেশনজট কমিয়ে আনেন মাত্র দু'তিন মাসে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একবছরের স্থায়ী সেশনজট নিরসন করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ আর্থিক অনুদানের সহায়তা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এই স্থিতিশীলতা আবার মুখ থুবড়ে পড়েছে লাগাতার ধর্মঘটের মুখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্র জানায়, ৪ আগস্ট তার পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে একটি সংবাদ সংস্থায় স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে তার যোগ দেয়ার কথা ছিলম কিন্তু ধর্মঘটের কারণে পরীক্ষা সম্ভব হলো না এব ১০ তারিখের মধ্যে স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে যোগ দেয়ার বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই ধর্মঘট প্রসঙ্গে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু বলেছেন, একজন নির্দোষ মানুষ যাতে শাস্তি না পায় সে জন্য দশজন দোষী যেমন মুক্তি পেতে চায় তেমনি ছাত্রদলের কয়েক শ' নেতাকর্মীর সহঅবস্থান নিশ্চিত করতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এই অবস্থা ভোগান্তি নয় বরং ত্যাগ স্বীকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, তিলে তিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা রক্ষা করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব রয়েছে।